মুজিবনগরের বাগোয়ান ১ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র ওয়ার্ড সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টার সময় নাজিরাকোনা গ্রামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক এ্যাড:কামরুল হাসান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির সদস্য হাজী মশিউর রহমান। অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাইহান কবির, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক সালাউদ্দীন প্রিন্স। মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, বিএনপি নেতা রেজাউল ইসলাম, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক লিংকন, যুবনেতা ফারুকসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি হিসাবে মানিকনগর গ্রামের আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নাজিরাকোনা গ্রামের রমজান আলী নির্বাচিত হন।

মেহেরপুরের ২ নং ওয়ার্ড

বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার

মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়ায় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান সাতু, রোমানা আহমেদ, খাইরুল বাশার, ওমর ফারুক লিটন প্রমুখ।

জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায় এছাড়াও সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল রহমান লাভলু, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, পৌর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান তপন, মোশিউল আলম দ্বীপু, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান, নাহিদ আহমেদ, আবুল হাশেম, সৌরভসহ ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ড সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে সাঈদ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক ইমন বিশ্বাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সালাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে এনামুল হক দায়িত্ব পালন করবেন।

বিএনপি নেতার আষ্ফালন, মানেননি আদালতের আদেশ

মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে জনসাধারণের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন স্থানীয় গ্রাম বিএনপির নেতা আতিকুর রহমান পিন্টু।

এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশনা থাকলেও এখনো প্রতিবন্ধকতা সরানো হয়নি। পুলিশ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে গেলে উল্টো দম্ভোক্তি দেখিয়েছেন অভিযুক্ত পিন্টু।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে ৬ লাখ টাকায় প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি ক্রয় করেন। জমির দলিলেও উল্লেখ রয়েছে যে এটি মানুষের চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পরদিনই পিন্টু ওই জমি ঘিরে দখলে নিয়ে নেন এবং ইমতিয়াজ বিন হারুনকে হুমকি দেন সেখানে না যাওয়ার জন্য।

মেহেরপুরের নতুন মনাডাঙ্গা গ্রামের আতিকুর রহমান পিন্টু ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করা প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বাগানের কোন পাশ দিয়ে যাতে বাগান মালিক জুয়েল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাগানের অন্যপাশের জমির মালিকদেরও ঘিরে নিয়ে যাতায়াতে প্রতিবন্ধক তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

পিন্টু অকপটে স্বীকারও করছেন মানুষের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি দখলের বিষয়টি। মানুষের চলাচলের জন্য জমি ক্রেতা আইনজীবী খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুনসহ (জুয়েল) মানুষ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেনা।

পৈত্রিক সুত্রে বাগানের মালিক মেহেরপুর জেলা শহরের ইমতিয়াজ বিন হারুন। নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা ছিলো না। মাঠে যাতায়াতের এবং নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আতিকুর রহমান পিন্টু‘র কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর (প্রায় সাড়ে তিন শতক) জমি ৬লাখ টাকায় কিনে নেন ইমতিয়াজ।

জমির দলিলও হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। ফলে ওই জায়গা দিয়ে

এতদিন এলাকার মানুষ মাঠে চাষাবাদের জন্য যাতায়াত করতেন। বিক্রি করা জমি ঘিরে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ মাঠে যাতায়াত করতে পারছেনা।

গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সুমন হোসেন, সাইফুল ইসলামও স্বীকার করেন জমির মালিক ইমতিয়াজের। তিনিই পিন্টুর সাথে জমি কিনে তাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিয়েছেন। চলাচলের রাস্তা ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে গ্রামের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইমতিয়াজ বিন হারুন জানান, মাঠে চাষাবাদের কৃষক ও নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য পিন্টুর কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর জমি কিনে জনসাধারণের জন্য পথ করে দিয়েছি। হঠাৎ করে ওই রাস্তা ঘিরে নিয়ে মাঠ ও বাগানে যাতায়াত করা যাচ্ছেনা। এমনকি তার একটি টিনের ছাউনি ছিলো। সে ভাংচুর করে প্রায় ৩৭ হাজার টিনও লুট করা হয়েছে।

গ্রামের বাজারে নিজের হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ইমতিয়াজ তার কাছ থেকে জমি কিনে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই জমি কেনার আগে একদিন জেলা শহরে ইমতিয়াজ আমাকে অপমান করেন। তার প্রতিশোধ নিতে জমি ঘিরে নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে পিন্টু গ্রাম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

বিষয়টি আদালতে গড়ালে মেহেরপুরের বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ৬৯/২১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় একটি আদেশ দেন। আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন, আপিলকারী বাদী ইমতিয়াজ বিন হারুনের ক্রয়কৃত ৬১২ নং দাগের জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বৈধ।
চলাচলের রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ৬১৩ নং দাগের জমি সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত, যা আগেও পতিত ছিল। প্রতিপক্ষ পিন্টু এই সরকারি জমিতে কাটাতারের বেড়া দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা আদালতের নির্দেশনা অনুসারে অবৈধ।

আদালত প্রতিপক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বেড়া অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশনার পরও এখনো জমির দখল নিয়ে অচলাবস্থা চলছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই সুজয় মল্লিক বলেন, বিজ্ঞ আদালতের আদেশে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে আসামিকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নিতে বলা হলে আসামি বলেন, আদালত থেকে এর ফয়সালা হবে। সেভাবেই প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে আ. লীগ নেতার অবৈধ গ্যাস ব্যবসায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে মো. জাহাঙ্গীর আলমের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পাশাপাশি, দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আত্মগোপনে থাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ‘লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। গতকাল রবিবার রাতে জেলা বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দৈনিক কালেরকণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথাকে ভারতে পালানোর সহযোগিতার অভিযোগে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. দবির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনকে দিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এছাড়াও আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয় ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এই খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে গতকাল রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া।

আসামি ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়িতে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। ভিডিও কল করে গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ বলছে, তিনি পলাতক রয়েছেন। এ নিয়ে জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা মেসেঞ্জার-হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে যায় স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরা। তবে সেখানে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। মিঠু মালিথার বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট কালীগঞ্জে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট থেকে সে পলাতক রয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এ খবর স্থানীয়রা জানতে পেরে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে আজ রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়া।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন, ‘আমি কোথাও পালায় নি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতেই আছি। ভিডিও কলে তিনি বাড়িতে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।’

সাংবাদিকদের ভিডিও কলে বাড়িতে থাকার সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর থেকে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাড়িতে থাকার ভিডিও দেখালেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন,‘স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথা বাড়িতে আছে এটা গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানের জন্য সে এমনটা করতে পারে। পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাইনি।’

তিনি আরো বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় দুটি মামলা আছে। শুনেছি ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক

রয়েছে।’

বিএনপির দুই পক্ষের ৫ কর্মী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাজনৈতিক কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামের হাসমত খাঁ’র ছেলে মো: জসিম উদ্দীন (৪০), আরোজ আলীর ছেলে শেরেগুল ইসলাম (৪২), মতেহার আলীর ছেলে জাহান আলী (৪৩) ও আসমত আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ ও হোটেল মালিক জানসুরাত (৫০)।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসাপতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ত্যক্ষদর্শিরা জানান, কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে জসিম উদ্দীন, শেরেগুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ ও জাহান আলী অপরপক্ষে মোঃ ইয়াসিন (৪০ বোরহান (৪২), সাগর (২২) আশিক(৩০), দিদার (৩৫) ও সহোদর ভাই রুবেল এবং ছগির হোসেনের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হোটেল মালিক জানসুরাতকে মারধর করে এই ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয় দফায় লাঠিশোঠা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালিন সময়ে পাঁচজন আহত হন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি

শান্ত রয়েছে। সংঘাত এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতা করলেন বিএনপি নেতা

ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ মিঠু মালিতার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় দুইটি ও ঢাকায় একটি মামলা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ৫ আগস্টেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অঅওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মিঠু পলাতক ছিলেন। সবশেষ গত কয়েকদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এ নেতা জেলার মহেশপুরে অবস্থান করছিলেন। ওই এলাকায় থাকার সময়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার আশ্রয়ে থাকতেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতা জিয়ার অফিসে তাকে বসতে দেখেছেন বলে জানান।

গত শুক্রবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিতা। খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পালাতে সহযোগিতা করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক বাসিন্দা জানান, ৫ আগস্টের পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের সামনে কয়েকদিন মিঠু মালিথাকে

দেখেছেন। বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে বেশ সখ্যতা আছে মিঠু মালিথার। ৪ দিন আগেও বিএনপি নেতা জিয়ার সঙ্গে তাকে মহেশপুরে দেখা গেছে।

জেলা কৃষকদলের সদস্য মোহাম্মদ উল্লাহ শাওকী তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মহেশপুর বর্ডার দিয়ে একাধিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গেছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ সদস্য হাফিজুলের বাড়িতে পাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টুর ক্যাডার নামে পরিচিত মিঠু মালিথা। খবর পেয়ে এলাকার জনসাধারণ বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং তাকে পুলিশে দেওয়ার জন্য খবর দেয়। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় সুবিধাভোগী নেতারা দ্রুত সেখানে ছুটে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে মিঠু মালিথাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করে। এ ঘটনায় প্রশাসন কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে তা রহস্যজনক।’

মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘৫ আগস্টের পর মিঠু মালিথার সঙ্গে মহেশপুর শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। শুনেছি তিনি এখানে তার খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাকে ভারতে পালাতে আমি কোনো সহযোগিতা করিনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘বোয়ালিয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা অবস্থান করছিলেন এমন খবর স্থানীয়রা জানায়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তাকে পাইনি।’

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায়

দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।